খসড়া

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৭

যেহেতু যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে রাষ্ট্রীয় সেবা, পরিবহন খাতে দক্ষ জনবল তৈরি এবং যানবাহন মেরামত সুবিধা আরো সম্প্রসারণ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে The Bangladesh Road Transport Corporation Ordinance, 1961 (EAST PAKISTAN ORDINANCE NO. VII OF 1961) অধ্যাদেশ বাংলায় ভাষান্তর করতঃ প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ হালনাগাদক্রমে নতুনভাবে আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে;
(২) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে;
(৩) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
(ক) 'আউট সোসিং' অর্থ অর্থবিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী আউটসোর্সিং;
(খ) 'কর্পোরেশন' অর্থ ধারা ৪ এ বর্ণিত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন;
(গ) 'কোম্পানি' অর্থ কোম্পানি আইনের অধিন নিবন্ধিত কোন কোম্পানি;
(ঘ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান;
(ঙ)'পরিচালক' অর্থ কর্পোরেশনের কোন পরিচালক;
(চ) 'পরিচালনা পরিষদ' অর্থ ধারা ৯ এর অধিন গঠিত কর্পোরেশনের পরিচালনা পরিষদ;
(ছ) 'পরিচালনা পরিষদের সদস্য' অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা পরিষদের সদস্য;
(জ) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের আওতায় প্রণীত প্রবিধানমালা;
(ঝ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের আওতায় প্রণীত বিধিমালা;
(ঞ) 'রুট' অর্থ সড়ক পরিবহন আইনে বর্ণিত রুট;
(ট) 'শ্রমিক' অর্থ শ্রম আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনে নিয়োজিত শ্রমিক;
(ঠ) 'সচিব' অর্থ কর্পোরেশনের সচিবকে বুঝাইবে;
(ড)"সড়ক পরিবহন সেবা" অর্থ কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে সড়ক পথে মোটরযান দ্বারা যাত্রী বা পণ্য পরিবহন।

৩। আইনের প্রাধান্য।- আপাতত: বলবৎ অন্য কোনো আইন, চুক্তি বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

অধ্যায়-২
কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা ,ব্যবস্থাপনা এবং সংগঠন

৪। প্রতিষ্ঠা এবং গঠন।- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর বিদ্যমান 'বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন' এই আইনের অধীনে ১৯৬১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
(২) কর্পোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে। এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং কর্পোরেশন স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। প্রধান কার্যালয়।- (১) কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে;
(২) কর্পোরেশন, প্রয়োজনে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে ইহার অধঃস্তন অফিস বা ইউনিট বা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র বা মেরামত কারখানা বা ডিপো স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। কর্পোরেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।- (১) সারাদেশে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে রাষ্ট্রীয় সেবা, পরিবহন খাতে দক্ষ জনবল তৈরি এবং যানবাহন মেরামত সুবিধা প্রদান করা;
(২) আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক যাত্রি ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করা; এবং
(৩) একটি নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও নির্ভরযোগ্য রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৭। কর্পোরেশনের কার্যাবলি।- (১) কর্পোরেশনের কার্যাবলি নিম্নরুপ হইবে, যথা:-

(ক) সারাদেশে যাত্রি ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করা;

(খ) আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক যাত্রি ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করা;

(গ) সারাদেশে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা;

(ঘ) সারাদেশে প্রয়োজন অনুযায়ী যানবাহন মেরামত কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করা;

(ঙ) দেশে ও বিদেশে যাত্রি ও পণ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস ও ট্রাক সংগ্রহ করা;

(চ) সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে কর্পোরেশনের স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, উন্নয়ন, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পন্ন করা;

(ছ) পরিবহন সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে টার্মিনাল বা ডিপো বা যাত্রি ছাউনি বা অন্য কোন সুবিধা সৃষ্টি করা;

(জ) আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক যাত্রি ও পণ্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশের বাহিরে টার্মিনাল বা ডিপো বা যাত্রি ছাউনি বা অন্য কোন সুবিধা সৃষ্টি করা;

(ঝ) ইকোনমিক লাইফ উত্তীর্ণ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা লাভজনক নয় এমন বাস দীর্ঘ মেয়াদে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে ইজারায় পরিচালনা করা;

(ঞ) সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে প্রয়োজনে নির্দিষ্ট রুটে অস্থায়ীভাবে ইজারায় যাত্রিবাহী বাস পরিচালনা করা;

(ট) কর্মচারি ও শ্রমিকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা,

(ঠ) সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা করা;

(ড) কর্মচারি ও শ্রমিকদের জন্য আবাসন সুবিধা সৃস্টি করা;

(ঢ) বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা;

(ণ) বিশেষ পরিস্থিতিতে বাস ও ট্রাকের মাধ্যমে বিশেষ সেবা প্রদান করা;

(ত) সরকারের লিখিত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে অন্য যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৮। কর্পোরেশনের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে কর্পোরেশনের ক্ষমতা নিম্নরুপ হইবে, যথা:-

(ক) বাস ও ট্রাক বহর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জ্বালানী, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;

(খ) বাস ও ট্রাক বহর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(গ) ইজারায় বাস পরিচালনার নিমিত্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা;

(ঘ) ইকোনমিক লাইফ উত্তীর্ণ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা লাভজনক নয় এমন বাস ও ট্রাক অকেজো ঘোষণার জন্য অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন করে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা; এবং

(ঙ) তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে চেয়ারম্যান কর্তৃক যে কোন সংকট উত্তরণে সিদ্ধান্ত প্রদান করা।

৯। পরিচালনা পরিষদ ও উহার গঠন।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্পোরেশনের একটি পরিচালনা পরিষদ থাকিবে এবং উক্ত পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মনোনিত যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা-সদস্য;

(গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনিত যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা-সদস্য;

(ঘ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনিত যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা-সদস্য;

(ঙ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনিত যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা-সদস্য;

(চ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনিত যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা-সদস্য;

(ছ) ডিটিসিএ এর নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক মনোনিত পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা-সদস্য;

(জ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনিত একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী-সদস্য;

(ঝ) বিআরটিএ এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনিত পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা-সদস্য;

(ঞ) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বিআরটিসি-সদস্য;

(ট) পরিচালক (কারিগরি), বিআরটিসি-সদস্য;

(ঠ) দেশের প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হতে সরকার কর্তৃক মনোনিত একজন করে বেসরকারি সদস্য, তন্মধ্যে ন্যূনতম দুইজন মহিলা সদস্য হইবেন-সদস্য;

(ড) পরিচালক (প্রশাসন ও অপারেশন), বিআরটিসি, পদাধিকারবলে, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নহে অথচ সভার আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা বা অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইলে তিনি পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করার অধিকারী হইবেন, তবে তাঁহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

১০। পরিচালনা পরিষদের কার্যাবলি।- (১) পরিচালনা পরিষদের কার্যাবলি নিম্নরূপ, যথা:-
(ক) বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণে কর্পোরেশনের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা;
(খ) দেশব্যাপী, আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব, নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ও ব্যয় সাশ্রয়ী সড়ক পরিবহন ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় যাত্রি ও পণ্য সেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
(গ) পরিবহন খাতে দেশব্যাপী দক্ষ জনবল তৈরি এবং যানবাহন মেরামত সুবিধা প্রদান করা;
(ঘ) জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখিয়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনকভাবে কর্পোরেশনকে পরিচালনা করা; এবং
(ঙ) এই আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য যে কোন কর্মকান্ড।

১১। পরিচালনা পরিষদের সভা।- (১) প্রতি বছরে কমপক্ষে ০৪টি পরিচালনা পরিষদের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে;
(২) চেয়ারম্যান পরিচালনা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে কর্পোরেশনের পরিচালকগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম পরিচালক পরিচালনা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;
(৩) পরিচালনা পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান ব্যতীত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা অর্থ বিভাগের সদস্যসহ এক-তৃতীয়াংশ পরিচালক উপস্থিত থাকিলে কোরাম গঠিত হইবে;
(৪) চেয়ারম্যান কর্তৃক জরুরি বলিয়া প্রত্যায়িত সভা ব্যতিরেকে সকল সভা অনুষ্ঠানের জন্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য-সচিব কর্তৃক অন্যূন (০৭) সাত দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিতে হইবে;
(৫) পরিচালনা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট হইবে। তবে কোন কারণে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে সেইক্ষেত্রে উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে এবং সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্বকারী নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করিতে পারিবেন;
(৬) শুধুমাত্র পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা পরিচালনা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা পরিষদের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না;
(৭) পরিচালনা পরিষদ কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে; এবং
(৮) পরিচালনা পরিষদের সদস্য-সচিব সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করিবেন।

১২। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ।- (১) কর্পোরেশনের একজন চেয়ারম্যান থাকিবে এবং তিনি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন;
(২) চেয়ারম্যান প্রজাতন্ত্রে কর্মরত অসামরিক কর্মচারিগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে;
(৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে উক্ত শূন্য পদে নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, অথবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মচারি চেয়ারম্যানরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। পরিচালনা পরিষদের বেসরকারি সদস্যগণের অযোগ্যতা, অপসারণ ইত্যাদি।- (১) কোন ব্যক্তিই পরিচালনা পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না, যদি তিনি-
(ক) অপ্রাপ্তবয়স্ক; বা
(খ) উন্মাদ বা বিকৃত মস্তিষ্ক;বা
(গ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়াছেন; বা
(ঘ) বর্তমানে বা অন্য যে কোন সময়ে দেউলিয়া হইয়াছেন বা ছিলেন অথবা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপি হইয়াছেন বা ছিলেন; এবং
(ঙ) দেশের মধ্যে চাকরির জন্য অযোগ্য হইয়াছেন বা কোন সময়ে অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন বা চাকরিচ্যুত হইয়াছেন।

(২) সরকার লিখিতভাবে নির্দেশ জারি করিয়া যে কোন বেসরকারি সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি-
(ক) এই আইনের আওতায় নিজ দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন বা অপারগ হন বা সরকারের বিবেচনায় নিজ দায়িত্ব পালন করিতে অক্ষম হন; বা
(খ) সরকারের বিবেচনায় সদস্য হিসাবে তাঁহার পদের অমর্যাদা করিয়াছেন; বা
(গ) কর্পোরেশনের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এমন কোন কর্মকাণ্ডে তিনি নিজে বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য বা পোষ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হইয়াছেন; এবং
(ঘ) চেয়ারম্যানের অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিচালনা পরিষদের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিয়াছেন।

১৪। চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।- (১) চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে -
(ক) চেয়ারম্যান কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি এই আইন এবং তদাধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুসরণে কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য দায়ি থাকিবেন;
(খ) এই আইন এবং তদাধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুসরণে যেই সকল বিষয়ে পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন, সেই সকল বিষয় পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থাপন এবং পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তি ব্যবস্থা গ্রহণ;
(গ) এই আইন এবং তদাধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুসরণে যেই সকল বিষয়ে সরকারের গোচরীভূত করা প্রয়োজন, সেই সকল বিষয় লিখিতভাবে সরকারের গোচরে আনিয়া সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তি ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঘ) কর্পোরেশনের সংস্থাপন এবং প্রশাসন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাদি;
(ঙ) চেয়ারম্যান কার্যপরিচালনার সুবিধার্থে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবেন; এবং
(চ) চেয়ারম্যান কর্পোরেশনের স্বার্থে তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য লিখিত আদেশ দ্বারা যে কোন অধঃস্তন কর্মচারিকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৫। কর্পোরেশনের কর্মচারি নিয়োগ, ইত্যাদি।- (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে কর্পোরেশন ইহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারি নিয়োগ করিতে পারিবে;
(২) কর্পোরেশনের কর্মচারিদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে; এবং
(৩) বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ি কর্পোরেশন ইহার কর্মচারিকে পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

অধ্যায়-৩
কর্পোরেশনের ক্ষমতা ইত্যাদি

১৬। আর্থিক ক্ষমতা।- সরকারি আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান অনুসরণ সাপেক্ষে কর্পোরেশন এবং পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক আর্থিক ক্ষমতা পুনঃঅর্পণ সাপেক্ষে ইহার কর্মচারিগণ আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

১৭। প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ।- এই আইন এবং তদাধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুসরণে কর্পোরেশন ইহার প্রশাসনিক ক্ষমতা কর্মচারিদের মধ্যে অর্পণ করিবে।

১৮। রুট পারমিট ইস্যুর ক্ষমতা।- (১) সড়ক পরিবহন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কর্পোরেশন জনস্বার্থে সমগ্র বাংলাদেশের যে কোন রুটে কর্পোরেশন যাত্রি ও পণ্যবাহী মটরযান পরিচালনা করিতে পারিবে; এবং
(২) একইভাবে কর্পোরেশন জনস্বার্থে সমগ্র বাংলাদেশের যে কোন রুটে যাত্রি ও পণ্যবাহী বিশেষ মটরযান সার্ভিস পরিচালনা করিতে পারিবে।

১৯। আউট সোর্সিং করার ক্ষমতা।- সরকারি আউট সোর্সিং (Outsourcing) সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করিয়া কর্পোরেশন ইহার কাজ বা সেবা আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে গ্রহণ ও প্রদান করিতে পারিবে।

২০। কোম্পানি গঠনের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এক বা একাধিক কোম্পানি গঠন করিতে পারিবে।

অধ্যায়-৪
বীমা , ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি

২১। মোটরযানের বীমা, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি।- (১) সড়ক পরিবহন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কর্পোরেশনের আওতাধীন বাস ও ট্রাক বহরের মোটরযানের জন্য কোনো শ্রেণীর বীমা করিতে হইবে না। তবে কর্পোরেশনের কর্মচারিগণ এবং প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত মোটরযানের জন্য মোটরযান আইন অনুযায়ি বীমা করিতে হইবে;

(২) কর্পোরেশনের বাস ও ট্রাক বহরের কোনো মোটরযান দুর্ঘটনায় পতিত হইলে উপযুক্ত আদালতের আদেশ অনুযায়ি বা পরিচালনা পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কর্পোরেশন ক্ষতিপূরণ প্রদান বা গ্রহণের বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে।

অধ্যায়-৫
তহবিল, হিসাব ও নিরীক্ষা

২২। কর্পোরেশনের তহবিল।- (১) কর্পোরেশন একটি তহবিল থাকিবে, উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে-

(ক) কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়;
(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরি, অনুদান ও ভর্তুকি;
(গ) সরকারের পুর্বানুমতিক্রমে কোনো অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(ঘ) সরকারের পুর্বানুমতিক্রমে কোনো বৈদেশিক ঋণ বা অনুদান;
(ঙ) সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে গৃহীত অভ্যন্তরীণ ঋণ;
(চ) কর্পোরেশনের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ; এবং
(ছ) অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) কর্পোরেশনের তহবিল এক বা একাধিক ব্যাংক হিসাবে গচ্ছিত থাকিবে।

২৩। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।- কর্পোরেশন প্রতিবছর পরবর্তি অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী তিন মাস পূর্বে প্রণয়ন করিয়া সরকারের নিকট দাখিল করিবে এবং ইহাতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে কর্পোরেশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার বিবরণী উল্লেখ থাকিবে।

২৪। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) কর্পোরেশন যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব ও স্থিতিপত্রসহ বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং এইরূপ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশনা পালন করিবে;

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি অর্থ বৎসর কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি সরকার ও কর্পোরেশনের নিকট পেশ করিবেন;

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য কর্পোরেশন অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants order-তে সংজ্ঞায়িত কোনো Chartered Accountant দ্বারা কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে এতদুদ্দেশ্য কর্পোরেশন এক বা একাধিক "chartered accountant" নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত "chartered accountant" নির্দিষ্টকৃত হারে পারিতোষিক প্রাপ্য হইবে; এবং

(৫) কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত "chartered accountant" কর্পোরেশনের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, পরিচালক বা যে কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২৫। বার্ষিক প্রতিবেদন।- (১) কর্পোরেশন প্রতি অর্থ বৎসর তদকর্তৃক সম্পদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তি বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(২) সরকার, প্রয়োজনে, যে কোন সময়, কর্পোরেশনের নিকট হইতে উহার যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন, বিবরণী বা রিটার্ণ আহবান করিতে পারিবে এবং কর্পোরেশন উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

অধ্যায়-৬
বিধি, প্রবিধি ইত্যাদি প্রণয়ন

২৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৭। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

অধ্যায়-৭
অনুপূরক বিধানাবলি

২৮। সরকারি কর্মচারিগণের রক্ষাকবচ।- (১) কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং তাহার অধঃস্তন কর্মচারিগণ যখন এই আইনের বিধান অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিবেন বা করিবার অধিকারী হইবেন, তখন তাহারা দন্ডবিধির ২১ ধারার আওতায় সরকারি কর্মচারি বলিয়া গণ্য হইবেন;

(২) কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং অধঃস্তন কর্মচারিগণ জনস্বার্থে ও সরল বিশ্বাসে কোনো কর্ম সম্পাদন করিলে কোনো আদালতে এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন বা আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

অধ্যায়-৮
সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ

২৯। সরকারি নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা।- (১)পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক গৃহিত কোনো সিদ্ধান্ত এই আইনের বা সরকারি স্বার্থের পরিপন্থী হইলে সরকার, লিখিতভাবে সেই সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তসমূহ পুনঃপর্যালোচনার জন্য পরিচালনা পরিষদের সভাপতিকে অনুরোধ করিতে পারিবে। পরিচালনা পরিষদ সরকারের অনুরোধ বিবেচনা না করিলে সরকার পরিচালনা পরিষদে গৃহিত সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন রহিত করিতে পারিবে।

(২) এই আইনে অন্তর্ভুক্ত নাই এইরূপ বিষয়ে সরকার বাস্তবতা বিচেনা করিয়ে স্বপ্রণোদিত হইয়া নির্দেশনা জারী করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ অনুরূপ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করিবে;

(৩) এই আইনে অন্তর্ভুক্ত নাই এইরূপ বিষয়ে কর্পোরেশন সরকারের নির্দেশনা চাহিতে পারিবে। সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং কর্তৃপক্ষ অনুরূপ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করিবে।

অধ্যায়-৯
বিবিধ ইত্যাদি

৩০। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে; এবং

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩১। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এতদ্বারা রহিত করা হইল;

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীনে কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(৩) রহিত অধ্যাদেশের অধীন কোন কার্যধারা অনিস্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিস্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত অধ্যাদেশটি রহিত হয় নাই; এবং

(৪) এই আইনের অধীন বিধি বা প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান বিধিমালা বা প্রবিধানমালার কার্যকারিতা বলবৎ থাকিবে।